ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
সম্পাদিত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
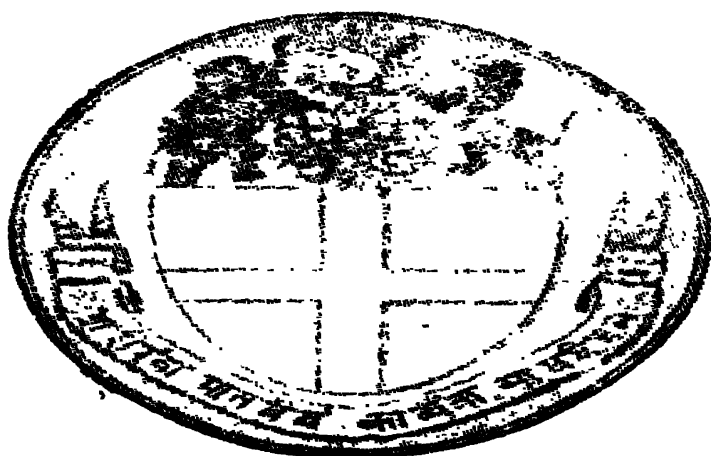
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
শ্রীশ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ— ভাদ্র, ১৩৫০
তৃতীয় মুদ্রণ — বৈশাখ, ১৩৮৪
মূল্য [illegible] টাকা [illegible]

মুদ্রাকর :
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বহুবিধ নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রচনা-রীতিও বাংলা দেশে সম্পূর্ণ নূতন ; এগুলি সুরে গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়, আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালি-গানও নয়। মধুসূদন স্বয়ং এগুলিকে Ode আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দ্দশপদী কবিতার মত মধুসূদন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতিকবিতারও জন্মদাতা। তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার অবিসম্বাদিত প্রাধান্য এই সকল নূতন রীতির উপর স্থাপিত।

বহু মহাজন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের আদিমতম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কাব্যকারগণ এই লোভনীয় বিষয়ের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রেমিক কবি মধুসূদনও রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য-রচনার সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বিচিত্র ছন্দে রাধা-বিরহের গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহার মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতির সহিত গরমিল অথবা ইউরোপীয় ভাবের ছায়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আসলে এই কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে যে একটি ভাবোন্মত্ত বাঙালী কবি-চিত্তের সংস্পর্শ আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, মধুসূদন যখন সদ্য-আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখনই এই সঙ্গীতমুখর মিল-বহুল কাব্যটি রচিত হইয়াছে। কাব্য বা বিষয়ের বৈচিত্র্য-বিচার আমাদের এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার জীবনী ও পত্রাবলী হইতে এই পুস্তক-রচনার কাহিনী যেটুকু পাওয়া যায়, সেইটুকুই এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

অমিত্র ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার সময়ে মধুসূদন সম্ভবতঃ মুখ বদলাইবার জন্যই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এই কালে নিধু গুপ্ত, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গীতি-কাব্য ও জয়দেব-বিদ্যাপতির পদাবলী বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। ১৮৬০

খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে আছে :—

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ। You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

[আমার "মেঘনাদে"র প্রস্তাবনা-অংশ পাঠাইতেছি--তোমার কেমন লাগে অবশ্য জানাইবে। কবিতা সম্বন্ধে ভাল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এখানকার একজন বন্ধু ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ভাল কথা, গীতি-কবিতার একটি ছোট পুস্তিকা ছাপিতে দিয়াছি; আমাদের চিরপুরাতন রাধা ঠাকুরাণী ও তাঁহার বিরহ লইয়া ইহা লিখিত। বইটি ছাপাখানার কবল হইতে মুক্ত হইলেই তোমাকে এক খণ্ড পাঠাইব]

ঐ বৎসরের জুলাই [?] মাসে রাজনারায়ণকে লিখিত আর একটি পত্রে মধুসূদন বলিতেছেন :—

By the bye রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I to do with Rhyme.

[আর এক কথা, রাধার বিরহ ছাপা হইতেছে। কেন জানি না, বইটি প্রকাশ করিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে। মিত্রচ্ছন্দের ব্যাপারে আমি কেন থাকি ?]

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদন অন্তরের আবেগেই লিখিয়াছিলেন। নূতন পরীক্ষার জন্য নয়। লিখিয়া তাঁহার লজ্জাবোধ হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মমতা যে ছিল, এরূপও মনে হয় না; যদিও ইহার কিছু দিন পরেই তিনি রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—

Have you received a copy the Odes (Brajangana) ? Pray, why then are you silent ? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

[গীতিকবিতাগুলির (ব্রজাঙ্গনার) এক খণ্ড তোমার হাতে পৌঁছিয়াছে কি ? দোহাই তোমার, পাইয়া থাকিলে সে সম্বন্ধে নীরব থাকিও না। এখানকার কেহ কেহ উহা পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছে এরূপ ভাব দেখাইতেছে।]

ইহাতে আগ্রহের অপেক্ষা কৌতুক বেশি। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) এই মনোভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে :—

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.

[মনে হইতেছে, ব্রজের অঙ্গনা বেচারাকে তুমি উপেক্ষাই করিয়াছ। হায় হতভাগ্য! কবিতা-পাঠের সময় ধর্ম্মের সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তা ছাড়া, শ্রীমতী রাধা মোটের উপর তেমন মন্দ লোক নন। যদি সুরু হইতে এই অধীনের মত একজন চারণ তাঁহার জুটিত, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র ভিন্নরূপ দেখিতে পাইতে। তথাকথিত কবিদের দুষ্ট কল্পনাই তাঁহাকে এরূপ রঙে চিত্রিত করিয়াছে।]

এই পত্র হইতেই বুঝা যায়, মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে রাধাকেই বুঝিয়াছেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রাধা-বিরহের কাব্য।

ব্রজাঙ্গনার প্রকাশ সম্বন্ধে মধুসূদনের চিঠিতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকু মাত্র পাওয়া যায়। এই পত্রটিও রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

The "Odes" are out, and I have requested Baboo Baikanta-nath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the copy-right, to send you a copy.

[গীতিকবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে (তোমার সমধর্ম্মী) ইহার এক খণ্ড তোমার কাছে পাঠাইবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছি।]

এই বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্বন্ধে খবর 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে আছে। তিনি বলিতেছেন :—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর টাকে হাতে বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন

নাই। যে কার্য্যেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া—"ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copyright) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজ-ব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।—পৃ. ৬৭-৬৮।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত প্রথম সংস্করণের পুস্তকে একটি "বিজ্ঞাপন" লিখিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৮ আষাঢ় ১২৬৮; অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ব্রজাঙ্গনা কাব্য। / কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / গোপী-ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা—" / উদ্ভটঃ—" পদাঙ্কদূত। / শ্রী আর, এম্ বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী / কর্ত্তৃক বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক / ভবনে মুদ্রিত। / ১৮৬১। /

প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন"টিও হুবহু উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞাপন।

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়ের কাব্যাদি রচনা করিবার যে প্রকার অদ্ভুতশক্তি, তাহা তৎপ্রণীত অত্যল্পকাল-সম্ভূত "শর্ম্মিষ্ঠা," "পদ্মাবতী" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক, "একেই কি বলে সভ্যতা?", "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া," অমিত্রাক্ষর "তিলোত্তমাসম্ভব" এবং "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে; আমি তাহার কি বর্ণন করিব? তিনি শেষোক্ত দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যে বাঙ্গলা ভাষায় একটি নূতন কাব্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

তাঁহার অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে যাদৃশ অনুরাগ মিত্রাক্ষরে কিছু সেরূপ নাই বটে; তথাপি তিনি যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মিত্রামিত্র উভয়াত্মক অক্ষরেই গ্রন্থরচনার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রকার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ নূতন ছন্দ ও সুমধুর রসভাব পরিপূরিত কবিতা এ পর্য্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।

সদহৃদয় কবিবর দত্তজ মহোদয় স্বীয় বদান্যতা ও ঔদার্য্যগুণে এই গ্রন্থ খানির স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এক কালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তদীয় দাতৃত্ব ও মহত্ত্বগুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কবরডাঙ্গা স্থিত শ্রীযুক্ত আর. এম. বসু কোম্পানী দ্বারা এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিলাম।

আপাততঃ এই গ্রন্থ খানির 'বিরহ' বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশিত হইল; যদি পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কাঙ্গালিনী ব্রজাঙ্গনাকে সুমধুরভাষিণী-রূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎসুকচিত্তে শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃকভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সম্মিলন, সম্ভোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটনপূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাকে সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবান্বিতা করিতে যত্নবান্ হইব ইতি।

কলিকাতা
২৮ আষাঢ় ১২৬৮।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত

পুনশ্চঃ গ্রন্থের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্য যে রাজ নিয়ম প্রচলিত আছে সেই নিয়মানুসারে এই গ্রন্থ খানি রেজেষ্টরী করিলাম।

"অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে অনুরাগ" সত্ত্বেও মধুসূদন এই ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা ছন্দের সংমিশ্রণে) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ফাঁদিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—

I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romatic tale in it,...

[ভগবান্ যদি বিরূপ না হন, অমিত্রচ্ছন্দে তিনটি ছোট কবিতা এবং পরে মিত্রচ্ছন্দে কিছু লিখিতে মনস্থ করিয়াছি; তোমাদের উপর পয়ার ও ত্রিপদীর বোঝা চাপাইব, এরূপ কল্পনা করিও না। ইতালীয় অট্টাভা রিমার আদর্শে ছন্দ-স্তবক সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই একটি প্রেমের গল্প লিখিতে চাই।]

এই কার্য্য যে তিনি নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের নিকট লিখিত পরবর্ত্তী চিঠিতেই তাহার প্রমাণ আছে :—

How [Here ?] you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old!

[বন্ধু, দেখিতেছ ত—একটি বিয়োগান্ত নাটক, একটি গীতিকবিতা-সংগ্রহ এবং খাঁটি মহাকাব্যের আধখানা—সমস্তই এক বছরে! এক বছর কেন; ছয় মাসে!]

প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" এই কাব্যের অন্যান্য সর্গ প্রকাশের উল্লেখ আছে। মধুসূদন রাধা-বিরহ আরও খানিকটা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, তিনটি স্তবকের বেশী তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই অংশও আমরা গ্রন্থশেষে সংযোজন করিলাম।

মধুসূদনের জীবিতকালে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। পাঠভেদ গ্রন্থশেষে দ্রষ্টব্য।

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য "পরিশিষ্টে" প্রদত্ত হইল।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিরহ]

১

বংশী ধ্বনি

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন !
চাতকী আমি স্বজনি শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল ;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ।

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে।

কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে —
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি ;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে !

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ, মোর কানে —
আমি শ্যাম-দাসী !
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?
চল, সখি শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হরাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি ?

৫

সাগর উদ্দেশ্যে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক এ যুকতি !

৬

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন !
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন !
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

২

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে।
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে।

ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু— খচিত রতনে।

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন!
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন।
চপলা-চাঞ্চল্য হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন!

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা রব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী!
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্য পথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী— জলদ-কিঙ্করী!

৪

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর?
রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর!

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি;

দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি ;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী ;

৬

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয় হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী !
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী !

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী !
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?

৩

যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে ।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?

২

তপনতনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ?

৩

এস, সখি, তুমি আমি, বসি এ বিরলে !
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তব কূলে, কল্লোলিনী, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
ভিতিছে বসন মম নয়নের জলে !

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার ?

৫

তবে সিন্দুরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে !

৬

বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি !
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে !

৭

কি আশ্চর্য্য ! এত করে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি ?

৮

হায় রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর করে তিনি তব পাণি !
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি !

৯

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনী যেমনি জলে—এত জ্বালা কার ?

১১

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

৪

ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ।
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

২

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে !

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণবর্ণ-শক্র ধনু— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর !

৪

কিন্তু ভেবে দেখ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে !
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
করে, রে শিখিনি !
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী !

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?

না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুই ও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি !

৫

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি !

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী !
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি !

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি !
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত !
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

৫

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী !
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ?

৬

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে !
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান !

৬

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে !

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;

এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদনী ?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী !

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি !
পর্ব্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে !
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি !

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে !
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী !

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন ;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন !
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে !

৭

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে ; হাস, হাসে, মাধব-রমণি !

৭

উষা

১

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি !
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি !

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি।
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি!

৩

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া!
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া।

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী!

৫

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ;

ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুতূহলে-
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন।
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন।

৮

কুসুম

১

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?

২

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?

৩

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া?

আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া !

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে ?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে ?
ব্রজ কুমুদিনী এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে !

৫

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবাল
তোমার জলে
অদয় অক্রূর, যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রূর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে কি ছলে ?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন !
ব্রজবনমধু নিল ব্রজ অরি
দলি ব্রজবন ?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন

৯

মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন !

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্লনলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন !

৩

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার ?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !
যাও যথা পিকবধূ — বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে!
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে!

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন!
তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেও তার করিয়া দলন!

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী!
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি!

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না, পবন!

কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন।
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন।

৮

উত্তরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে।

১০

বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে?-
এ আগুনে কেনে আহুতি দান
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রা

২

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে ?

৩

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে ।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী ।

৪

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে ।

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?

বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা— স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা !

১১

গোধূলি

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

২

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে —
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;

কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার!
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল!

৫

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি?

৬

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি-
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন?
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে!

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী!

মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন।

১২

গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী ;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী !
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী ?

২

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী !
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,

কোথা মম শ্যাম গুণমণি? মণিহারা
আমি গো ফণিনী!

৩

রাজা তুমি; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত;
সুমন্দ প্রবাহ - যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে;
তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী!
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী!
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী!

৫

যবে দেবকুলপতি ঋষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—

যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর ?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ ! কোথা
বংশীধারী ?

৬

হে ধীর ! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
ডুবি আমি কুলবালা অকুল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে !
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে !

১৩

সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতির্বিম্ব -- তেমতি তরল !

কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন !

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয় ।
ছাড়ি দেহ যাক্‌ চলি, হাসে যথা বনস্থলী
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি ।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !
কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে-
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ;
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি !

৬

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুলমান ধনে ?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন !

১৪

কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে!
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে; সেই জল এই দলে
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি!

৩

পাইয়া এ কুসুম রতন -শোন্ লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি!
দেখিনু রূপের রাশি মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে।

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো ললনে?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায়?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি?

১৫

নিকুঞ্জবন

১

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন !
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন !

২

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী ;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুল রাজন,
এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি !
তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিখিনী।

৩

সে কালে— জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—

ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন ;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভঘন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন।

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা ?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?

তব পদে বিলাপিনী কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর।
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর।
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন।

১৬

সখী

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন?
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন!
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ!

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন!
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন!

৬

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন।

দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন।
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন।

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

১৭

বসন্তে

১

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব!

২

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন !

৩

স্বন, স্বন, স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয় পরিমল, নহে এ ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন।
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন !

৪

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি ;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল জলে ; চল, ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি !

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে ;
মরমরে পাতাদল ; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ?

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে !

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
সুখে মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ. রমণি ?

১৮

বসন্তে

১

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে!
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে!

২

সখি রে,—
উদয় অচলে ঊষা, দেখ, আসি হাসিছে!
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি
এবে লো রব কি করি?
প্রাণ কাঁদিছে!
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে!

৩

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল,
মঙ্গল ধ্বনি!
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি!

৪

সখি রে,—

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!

দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে;

শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,

ভাবিয়া মনে।

কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

৫

সখি রে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে!

ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু;—

দেখিব লো দশ ইন্দু

সুনখগণে!

চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে!

৬

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে সুরবে জল,

চল লো বনে!

চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে!

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম

প্রথমঃ সর্গঃ

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ

[বিহার]

"মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্য "বিহার" নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।..." ('মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত,' ১ম সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩০০, পৃ. ৩৬৩)। প্রথম সর্গের এই কয়েক পংক্তি একখানি পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল। —'মধু-স্মৃতি', (১৩২৭), পৃ. ২৯৯-৩০০ দ্রষ্টব্য।

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল বদনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি!
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে।

পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। মধুসূদন এই গ্রন্থের স্বত্ব বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে দান করেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। স্বত্বাধিকারীর "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ হইতে বুঝা যায়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত" হয়। ইহারও পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৬। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; প্রকাশকেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অন্যথায় ইহা প্রথম সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ; দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত ও কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে মাত্র।

নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হইল।—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
৮	২১	রেখেছি	দেখেছি
১১	১৩	বিজুলী	বিজলী
১২	১৪	বাসকিরমণি	বাসুকিরমণি
৩১	১৪	দোলা	দোলে
৩২	১৯	মোহিতে মোহন	মোহিত মোহন
৩৫	৩	যাতন	যাতনা
৩৮	২৪	সুধে মধু শূন্য	সুধে মধুশূন্য

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

ব্রজাঙ্গনা— মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে বিশেষভাবে রাধাকে বুঝাইয়াছেন। ভূমিকায় উদ্ধৃত তাঁহার পত্র দ্রষ্টব্য। এই কাব্যের আখ্যাপত্রে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা বিরচিত বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য 'পদাঙ্কদূতম্'-এর প্রথম শ্লোকটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—

গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।
তত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম॥

ইহার অর্থ—কোনও পদ্মপলাশলোচনা গোপীনাথের বিরহে অধীর হইয়া পাগলের মত স্খলিতকবরী অবস্থায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মুররিপু [কৃষ্ণ] সেখানে আছেন, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দ্রুত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যমুনা-তীরের মঞ্জু কুঞ্জে গমন করিলেন।

এই বিরহোন্মত্তা রাধিকার দশাভেদ দেখাইয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ১৮টি কবিতা রচিত। বিরহবিধুরা, ভ্রান্তিদূতীসহায়া ও উন্মত্তা, এই তিনটি বিশেষণ ব্রজাঙ্গনার রাধিকার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১ : ২। কমল-কাননে—কমল কাননে। এই কাব্যে মধুসূদন বহু স্থলেই সমাস-বদ্ধ অথবা যুক্ত পদগুলিকে (compound words) পৃথক্ রাখিয়াছেন, জুড়িয়া দেন নাই অথবা হাইফেন প্রয়োগ করেন নাই। এ যুগের পাঠকদের অর্থবোধের অসুবিধা হইবে বিবেচনায় আমরা কোন কোন স্থলে হাইফেন প্রয়োগ করিয়াছি।

শম্বর-অরি—শম্বরাসুরকে নিধনকারী কাম, মদন।

৩। কেন—মধুসূদন প্রথম কবিতায় "কেন" লিখিয়াছেন, এই কাব্যের অন্যত্র "কেনে" প্রয়োগেরই বাহুল্য।

শরমের ফাঁসি—লজ্জার বাঁধন।

ঘন—মেঘ।

৪। ছয় ঋতু বরে যারে—শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ছয়টি ঋতু যাহাকে বরণ করে; পৃথিবী। ঋতুগুলিকে পৃথিবীর স্বামী বলা হয়।

৫। নিশি রূপবর্ত্তী—নিশি রূপবতী [হয়]।

৬। কালে পিও—যথাকালে পান করিও।

২ : ১। সুগন্ধ-বহ-বাহন—সুগন্ধবহ বায়ু যাহার বাহন অর্থাৎ মেঘ।

ইন্দ্র-চাপ—ইন্দ্রধনু, রামধনু।

৩। জলদ-কিঙ্করী—মেঘের প্রেয়সী চাতকিনী।

৪। রত্নচূড়া—রতন চূড়া।

৫। আখণ্ডল-ধনু—ইন্দ্রধনু

৩ : ২। তেঁই—সেই কারণে।

কাদম্বিনী—মেঘ।

শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে—পর্ব্বতের সুবর্ণ-পুরীতে অর্থাৎ পাহাড়ে।

সেও রাজার নন্দিনী—রাধাও রাজা বৃকভানুর কন্যা।

৩। তিতিছে—ভিজিছে।

৪। সাদ—সাধ।

৫। গোপিলে—গোপন করিলে।

৮। অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি—যমুনা গঙ্গায় গিয়া মিশিয়াছে এবং গঙ্গার জল সাগরে যাইতেছে; কবি বলিতেছেন, গঙ্গা (হরপ্রিয়া মন্দাকিনী) যেন যমুনার হাতে সাগরকে অর্পণ করিতেছে।

৯। তারাময় হার……শিরে ধরি—তারা ও চন্দ্রের প্রতিবিম্বপাতে।

১০। যেমনি—যেমন।

৪ : ২। ঘনে—মেঘে।

৩। শক্র-ধনু—ইন্দ্রধনু।

বিজলী কনক দাম—বিজলী-কনক-দাম বিদ্যুৎরূপ স্বর্ণময় হার।

৫ : ১। বৈদেহী—সীতা।

বাসুকি-রমণি—বাসুকি-রমণী, পৃথিবী।

২। অভাগা—"অভাগী" সঙ্গত পাঠ।

ঋতুকামিনি—ঋতুকামিনী, পৃথিবী।

৩। শমীর হৃদয়ে অগ্নি জলে—শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নি জলে ; অগ্নির বৈদিক নাম শমীগর্ভ।

জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—"যৌবনতাপে" ছাপার ভুল দুইটি সংস্করণেই এইরূপ আছে। "যৌবন তাপে" হইবে। অর্থ — উত্তাপে জীবন ও যৌবন, দুই-ই হারাইত।

দুহে—উভয়কে।

৪। ঋতুকুলপতি—বসন্ত।

তাহার বিরহ দুঃখ—তাহার সহিত তোমার বিরহদুঃখ, বসন্তের অভাবে ধরণীর বিরহদুঃখ।

৫। অনন্ত,......বরে—অনন্ত ও সমুদ্র, পৃথিবীর এই দুই পতি।

মধুবিলাসিনী—বসন্তবিলাসিনী।

৬। কালে—যথাকালে।

৬ : ২। কোপে—কুপিত হয়।

উভয়—উভয়ে।

৩। আকাশ-নন্দিনি—আকাশ-নন্দিনী ; শূন্য হইতে সমুত্থিতা প্রতিধ্বনি। নিরাকারা ভারতি—নিরাকারা ভারতী, প্রতিধ্বনি।

৫। আকাশসম্ভবে—আকাশ-সম্ভবা, প্রতিধ্বনি।

৭। ছল—কৌতুক।

৭ : ১। বরসরোজিনী—মনোহর পদ্ম।

২। আঁধা—অন্ধ।

৪। মুকুতা-কুণ্ডলে—শিশিরবিন্দু দ্বারা।

৮ : ১। যতনে—যত্ন করে।

৬। দলি ব্রজবন—এই পংক্তিতে ছন্দপতনদোষ ঘটিয়াছে। পাঁচ অক্ষর থাকা উচিত ছিল।

৯ : ১। গাহে বিদ্যাধরী যথা—"যথা"র পরে একটি কমা-চিহ্ন বসিলে অর্থ-সঙ্গতি হয়।

কমলা জিনি—কমলাকে পরাস্ত করিয়াছে যে।

৩। তুল্য—উপযুক্ত।

৫। রাধিকা-বাসন—রাধিকা-বাঞ্ছা।

৬। দেব কুসুম যুবতী—মুদ্রাকরপ্রমাদ। "দেব, কুসুম-যুবতী" হইবে।

৭। কিরে—দিব্য।
করে—করিয়া।
৮। আর কথা—অন্য কথা।

১০ : ১। অমনি—সাহায্য ব্যতিরেকে, আহুতি ছাড়াও।
৪। ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি— যেন=যেমন; ব্যাধ যেমন ফাঁদ পাতিয়া পাখী ধরে, তেমনই।
মগনে না— ডোবে না।
৫। স্মরণ তার?— স্মরণ তার কি প্রয়োজন?
মধুরাজ—দ্ব্যর্থক, বসন্ত ও শ্রীকৃষ্ণ।

১১ : ৩। ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী—ব্রজের নিষ্কলঙ্ক শশী, শ্রীকৃষ্ণ।
৪। তিতিও না—ভিজাইও না।
৬। মোদিত—গন্ধামোদিত।
কুবলয়—কুমুদী।

১২ : ১। সরঃ-সুশোভিনী—নলিনী অর্থে।
২। রূপে—রূপের বিচারে।
যথা—যেমন।
৩। রঞ্জিত— রঞ্জিত।
তরুবলী—তরুশ্রেণী (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
৪। সুতারা— তারা-সুশোভিত।
৫। বারণে—হস্তীকে।
বারণারি—সিংহ।
৬। করে—করিয়া।

১৩ : ১। তরল—চঞ্চল, চপল।
কি ভাবে ভাবিনী—কোন্ ভাবে ভাবান্বিতা
৪। সারি—সারাইয়া।
বেড়ি—শৃঙ্খল।

১৪ : ২। গলে পড়ে—গ'লে প'ড়ে, গলিয়া পড়িয়া।
৩। কুঞ্জ শোভা—কুঞ্জ-শোভা।
৪। যে ধন—প্রেম-ধন।

১৫ ঃ ১। তুমি হে অম্বর—আকাশের সহিত কুঞ্জের তুলনা করা হইয়াছে।

২। হে কুঞ্জকুল রাজন—হে কুঞ্জকুল-রাজন।

২। মোহিত—মুগ্ধ করিত;

রড়ে—দ্রুত গতিতে।

৩। তুলি ঘোমটা—বিকশিত হইয়া।

৪। রবি-দেবে—সূর্য্যদেবকে।

৫। কাম-বঁধু যথা মধু—বসন্ত যেমন মদনের বন্ধু।

পদ্মালয়া—লক্ষ্মী।

১৬ ঃ ৪ বৃন্দাবন-সর-কুমুদ-বাসন—বৃন্দাবনরূপ সরোবরের কুমুদ, তাহার বাসন বা বাঞ্ছিত।

১৭ ঃ ৩। পাই · পাইয়া।

কুবলয়—নলিনী, পদ্ম।

৭ সুধে—শুধায়, প্রশ্ন করে।

১৮ ঃ ১ রমিত—আনন্দিত।

ফুলস্তবকে—পুষ্পস্তবকে।